রাকসু নির্বাচন

‘হারু পার্টি’তে ঐক্যবদ্ধ পরাজিত প্রার্থীরা : নির্বাচিতদের সহযোগিতার অঙ্গীকার

রাবি প্রতিনিধি

ছবি: কালের কণ্ঠ

৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে যারা বিজয়ী হতে পারেননি, সেই পরাজিত প্রার্থীরাই এবার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সামনে এসেছেন। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও গঠনমূলক ভূমিকা ধরে রাখতে তারা আয়োজন করেছেন ‘হারু পার্টি’।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সাবাশ বাংলাদেশ’ মাঠে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী পরাজিত প্রার্থীরা নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের কর্মকাণ্ড তদারকির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘হারু পার্টি’র পেছনে রয়েছে চারটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

এগুলো হলো–নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা, তাদের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করা, রাকসুকে কোনো দলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না দেওয়া এবং দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সক্রিয় থাকা।

ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবীর বলেন, ‘আমরা পরাজিত হলেও এখনো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেকহোল্ডার। আমাদের একটি উদ্দেশ্য হলো, যারা বিজয়ী হয়েছেন তারা যেন তাদের ইশতেহারগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেন। সে জন্য তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং তদারকি করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

’

নব-নির্বাচিত ভিপি মোস্তাকুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, ‘শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জাহিদ বলেছিলেন, আমরা যেই বিজয়ী হই সকলে একসঙ্গে কাজ করব। তিনি যেন তার কথা রাখেন তার কাছে এই আহ্বান রইল। তারা যদি তাদের ইশতেহার ও প্রতিশ্রুতি থেকে এক বিন্দু বিচ্যুত হয়, আমরা সকলে একসঙ্গে তাদেরকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করব।’

স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী শাহ পরাণ লিখন বলেন, ‘আমরা যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি তাদের সবারই ক্যাম্পাস নিয়ে স্বপ্ন

ছিল।

আমরা যে হেরে যাওয়ার কারণে হারিয়ে যাইনি, সেই স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হয়নি তা জানান দিতেই আজকের এই আয়োজন। বিজয়ীরা আগামীতে ক্যাম্পাসে তাদের চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নে আমাদের সহযোগিতা পাবে। তবে তারা বিপথে গেলে যে একচুলও ছাড় পাবে না, তাও আমরা জানিয়ে দিচ্ছি এই আয়োজন থেকে।'

আয়োজনের শুরুতে ছিল পরিচয় পর্ব। পরে অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য দেন অনেকে।

এরপর তারা 'হারু পার্টি, সবাই মিলে হারু পার্টি', 'তুমি কে আমি কে, রাবিয়ান-রাবিয়ান'স্লোগান দেন।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাকসুর ২৩টি পদের মধ্যে ভিপি ও এজিএসসহ ২০টি পদে জয়লাভ করে ছাত্রশিবির সমর্থিত 'সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট'। ১৭টি হল সংসদের শীর্ষ ৫১টি পদেও তারা আধিপত্য দেখিয়েছে।

বাকি তিনটি পদের মধ্যে জিএস পদে জয়ী হন 'আধিপত্যবিরোধী ঐক্য' প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের মোছা. নার্গিস খাতুন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হন তোফায়েল

আহমেদ তোফা। এবারের নির্বাচনে মোট ৯০২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।